

প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি প্রদানে ব্যর্থ কারমাইকেল কলেজ ছাত্রদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ ॥ ভাংচুর ॥ টিয়ারগ্যাস

রংপুর, ২৪ জুলাই নিজস্ব সংবাদদাতা ॥ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রংপুরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠান শেষে অনুষ্ঠানস্থলে কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও পুলিশের সাথে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া সংঘর্ষ ও গাড়ি ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে। এতে সাংবাদিক ও পুলিশসহ কমপক্ষে অর্ধশতাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছে।

প্রায় দু'ঘণ্টাব্যাপী এই সংঘর্ষে পুলিশ প্রায় ১৫ রাউন্ড টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ ও ব্যাপক লাঠিচার্জ করেছে। এ সময় ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানে আগত মানুষজনের মাঝে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং সড়কের যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

(১১-এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্রধানমন্ত্রীর কাছে

(প্রথম পাতার পর)

কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সাধারণ ছাত্রছাত্রী তথা রংপুরবাসীর দীর্ঘদিনের প্রাণের দাবি ছিল কারমাইকেল কলেজকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় করণের। এ দাবিতে কলেজের সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা কারমাইকেল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন পরিষদের ব্যানারে দীর্ঘদিন থেকে আন্দোলন করে আসছে। শনিবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর অনুষ্ঠানের মধ্যে উপস্থিতকালে কারমাইকেলের সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা তাদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া সম্বলিত একটি স্মারকলিপি প্রধানমন্ত্রীকে দিতে চাইলে পুলিশ, বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তারা তাতে বাধা দেয়। এতে তারা ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে যায়। পরে অনুষ্ঠান শেষে প্রধানমন্ত্রী এবং তার সফরসঙ্গীরা ফিরে যাবার সময় বিক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা পুলিশ এবং সভা মঞ্চ লক্ষ্য করে ব্যাপক ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। এতে পুলিশ তাদের ধাওয়া করলে বেধে যায় সংঘর্ষ। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিতে অনুষ্ঠানে আগত বিভিন্ন সংস্থার ১৪টি গাড়ি ভাংচুর করে। এ সময় পুলিশ প্রায় ১৫ রাউন্ড টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ ও ছাত্রছাত্রীসহ সাধারণ মানুষজনের ওপর নির্বিচারে লাঠিচার্জ করলে কমপক্ষে অর্ধশতাধিক ব্যক্তি আহত হয়। আহতদের মধ্যে সাংবাদিক আরিফুল হক রুজুসহ ১৫ জনের মতো পুলিশ সদস্যও রয়েছে। এদিকে রংপুরে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও রংপুর বিভাগ বাস্তবায়নের দাবিতে রংপুরের তিনটি কলেজের ৩২৯ জন ছাত্র সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রেসক্লাবের সামনে প্রতীক অনশন পালন করে।